দৈনিক

তারিখ ... 12 JUN 2008 ...
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ১

শিশুদের শিক্ষা উপকরণের উপর আরোপিত আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করুন

প্রস্তাবিত বাজেটে কোমলমতি শিশুদের শিক্ষা উপকরণ হিসেবে ব্যবহৃত ছবির বই ও ছবি আঁকার বইয়ের উপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের ঘটনায় শিক্ষক ও অভিভাবকসহ সংশ্লিষ্ট সকলেই গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছেন। তাহাদের আশঙ্কা, সরকারের এই অদূরদর্শী সিদ্ধান্তের ফলে শিক্ষার ব্যয় আরেক দফা বৃদ্ধি পাইবে এবং তাহা নিশ্চিতভাবে বাসাসহ আনুষঙ্গিক ব্যয় বৃদ্ধির চাপে নিষ্পেষিত অভিভাবকদের জীবনকে আরও বিপন্ন করিয়া তুলিবে। অভিভাবকদের এই বিপন্নতা তাহাদের সন্তানদের সুশিক্ষার পথে যে মস্তবড় বাধা হইয়া দাঁড়াইবে তাহা বলার অপেক্ষা রাখে না।

শিক্ষক ও অভিভাবকদের উদ্বিগ্ন হইবার সঙ্গত কারণ রহিয়াছে। দেশের ইংরেজি মাধ্যম স্কুলসমূহ ছাড়াও শিশু শিক্ষায় নিয়োজিত বেশিরভাগ স্কুলই এইসব আমদানিকৃত বইয়ের উপর নির্ভরশীল। এইসব স্কুলের শিক্ষার্থীদের বড়ো অংশই মধ্যবিত্ত পরিবার হইতে আগত। গত কয়েক বৎসরে এইসব স্কুলে শিক্ষার ব্যয় তিন হইতে চারগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। কোনো নীতিমালা ও নজরদারি না থাকায় এইখানে যথেচ্ছভাবে ফি ও অন্যান্য চার্জ আদায় করা হয়। তদুপরি গত অর্থ বৎসরে আরোপিত সাড়ে চার শতাংশ ভ্যাটের বোঝাও যথারীতি অভিভাবকদের ঘাড়ে চাপানো হইয়াছে।

এমতাবস্থায় শিশুদের শিক্ষা উপকরণের উপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপের বিষয়টি বাস্তবিকই হতবাক হইবার মতো। বিশেষত বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকারের নিকট হইতে ইহা একেবারে অভাবনীয়ই বলিতে হয়। পৃথিবীর বহু দেশে একটি নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত নাগরিকদের বিনামূল্যে শিক্ষাদান করা সরকারের অবশ্য পালনীয় দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

অবশ্য আত্মপক্ষ সমর্থনে বাজেট প্রস্তাবে অর্থ উপদেষ্টা বলিয়াছেন, অনেক ক্ষেত্রেই বইগুলি দেশজ সংস্কৃতির সাথে সঙ্গতিপূর্ণ নহে। অর্থ উপদেষ্টার এই যুক্তি সংশ্লিষ্ট স্কুলের শিক্ষকরা গ্রহণ করেন নাই। গ্রহণ করিবার কথাও নহে। তাহারা বলিয়াছেন, এই অভিযোগ বাস্তবসম্মত নহে। কোনো সুনির্দিষ্ট বইয়ে দেশজ সংস্কৃতির পরিপন্থি কিছু থাকিলে সরকার সেই বইটির আমদানি নিষিদ্ধ করিতে পারে কিংবা বইটির উপর আরোপ করিতে পারে শতভাগ শুল্ক। তাহাতে কেহ আপত্তি করিবে না।

আমরা আশা করি, সরকার অবিলম্বে শিশুদের শিক্ষা উপকরণের উপর আরোপিত আমদানি শুল্ক প্রত্যাহার করিবেন। শিক্ষাকে ভ্যাটমুক্ত রাখিবেন এবং অবারিত করিবেন শিক্ষা ও জ্ঞান অর্জনের পথ।